সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪২৩
WEEKLY BOOKLET: 423

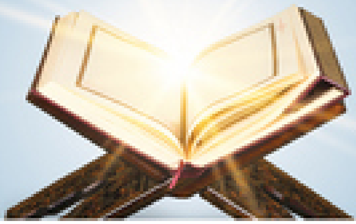

কুরআনের ভাষায় ওলীদের শান

প্রাচীন তিন ওলী ০৩
কুরআন করীমে আউলিয়াদের উত্তম আলোচনা ১৩
হযরত লুকমান رحمۃ اللہ علیہ ১৮
হযরত জুলায়খা رحمۃ اللہ علیہا ২৩

প্রথমে এটি পড়ুন

আল্লাহ এক, তার কোন শরীক নেই এবং তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই। আল্লাহ পাক মানবজাতির হেদায়েত ও পথনির্দেশনার জন্য তার বিশেষ বান্দাদের (অর্থাৎ রাসূল এবং নবীগণকে) নির্বাচিত করেছেন। যখন আমাদের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর নবুওয়াতের ধারা শেষ হয়ে গেল, তখন সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ সারা বিশ্বে দ্বীন ইসলামের বার্তা ছড়িয়ে দিলেন। এরপর তাবেয়ীন, তাবয়ে তাবেয়ীন, আউলিয়ায়ে কেরাম (رَحِمَهُمُ اللّٰه السَّلَام) এই মহান কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যান। এই কারণেই অধিকাংশ বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মাযার শরীফ তাদের জন্মস্থান থেকে অনেক দূরের অঞ্চল বা দেশে অবস্থিত। এই আউলিয়া আল্লাহরা ইসলামের উন্নতির জন্য পৃথিবীর রন্দ্রে রন্দ্রে হিজরত করেছেন এবং তাদের জীবন আল্লাহর পথে ব্যয় করেছেন। আল্লাহ পাক এই বুযুর্গানে দ্বীন, কামিল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর বদৌলতে আমাদের দেশে সহজে ইসলামের নেয়ামত দান করেছেন, অন্যথায় যেসব দেশে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰه السَّلَام শারীরিকভাবে যেতে পারেননি, সেখানে আজও ইসলাম ও মুসলমানদের অবস্থা খারাপ দেখা যায়। আমরা আল্লাহ পাকের কোটি কোটি শুকরিয়া আদায় করি যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর সর্বশেষ ও প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং এরপর আহলে বাইতে আত্বহার ও সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার অমূল্য সম্পদ দান করে এই পুণ্যবান ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণকারী তাঁর নেক বান্দাদের অর্থাৎ বুযুর্গানে দ্বীন ও কামিল আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর সাথে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! আমরা আহলে সুন্নাতের উপর আল্লাহ পাকের এই এক বিরাট অনুগ্রহ। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাঁর প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুক এবং

কিয়ামতে তাদের সঙ্গ ও জান্নাতুল ফিরদাউসে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার সুযোগ দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰه! এই রিসালাটি কুরআনে বর্ণিত আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর কিছু ঘটনা নিয়ে গঠিত। আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র কিতাবে যেখানে যেখানে তার নেক বান্দাদের অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে কয়েকটি স্থানকে বিশেষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে যাতে জানা যায় যে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن এর বরকতময় অস্তিত্ব মানুষের জন্য নেয়ামতস্বরূপ এবং এতে আমাদের জন্য তাদের সম্মান ও আদবের শিক্ষা রয়েছে যে, তাঁদের দরবারে উপস্থিত হওয়া উভয় জগতের সৌভাগ্যের মাধ্যম হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের সবসময় তাদের অনুগত করে রাখুক। اِنْ شَآءَ الله! এই রিসালার পর কুরআনে কারীম থেকে আউলিয়ায়ে কেরামের কারামাতের প্রমাণ এবং তারপর হাদিসে মুবারকার আলোকে তাঁদের যিকির ও কারামাতের আলোচনা পেশ করা হবে। আল্লাহ পাক আমাদের ইখলাসের দৌলত দান করুক এবং তাঁর আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ফয়যান দ্বারা পরিপূর্ণ করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সালাম ও শ্রদ্ধা
মদীনা ও জান্নাতুল বাকীতে দাফন এবং বিনা হিসাবে ক্ষমা প্রার্থী
আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْه
২১ মুহাররম শরীফ ১৪৪৭/১৯ জুলাই ২০২৫

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কুরআনের ভাষায় ওলীদের শান

আত্তারের দোয়া! হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"আউলিয়াদের শান কুরআনের ভাষায়"** পড়বে বা শুনবে, তাকে তোমার ওলীদের অনুসরণ করার তৌফিক দান করো এবং তাকে তোমার মনোনীত বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে তার বাবা-মা সহ বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করার সুযোগ দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম (দরুদ শরীফের ফযীলত)

আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: اِنَّ اللهَ تَعَالٰى جَعَلَ لِاُمَّتِيْ فِي الصَّلَاةِ عَلَيَّ اَفْضَلَ الدَّرَجَاتِ "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার উম্মতের জন্য আমার উপর দরুদ পড়ার বিনিময়ে উচ্চ মর্যাদা রেখেছেন।"

(কাশফুল গুম্মাহ, ১/৩২৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ✿✿✿ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রাচীন তিন ওলী

আনতাকিয়া ছিল সিরিয়া দেশের একটি চমৎকার শহর। পুরো শহরটি পাঁচটি পাহাড় দ্বারা ঘেরা ছিল। শহরের জনবসতি বারো মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর দুজন মুবাল্লিগকে, যাদের একজন "সাদিক" এবং অপরজন "মাসদুক" নামে পরিচিত ছিলেন,

দ্বীনের বার্তা পৌঁছানোর জন্য সেই শহরে পাঠিয়েছিলেন। যখন এই দুজন বুযুর্গ সেই শহরে পৌঁছালেন, তখন তাদের সাথে "হাবিব নাজ্জার" নামে এক বৃদ্ধ রাখালের দেখা হলো। হাবিব নাজ্জার জিজ্ঞাসা করলেন: আপনারা কারা এবং কোথা থেকে এসেছেন? এখানে আসার উদ্দেশ্য কী? এই দুজন সাহেব বললেন: আমরা হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রচারক এবং এই শহরের অধিবাসীদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত করার দাওয়াত দিতে এসেছি। হাবিব নাজ্জার আরয করলেন: আপনাদের কাছে এর কোন নিদর্শন আছে কি? তখন তারা দুজন বললেন: হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ পাকের হুকুমে অসুস্থ রোগী, জন্মগত অন্ধ এবং কুষ্ঠ রোগীদের (অর্থাৎ যাদের সাদা দাগ ছিল) সুস্থ করে থাকি। হাবিব নাজ্জার এটা শুনে বললেন: আমার একটি ছেলে দুই বছর ধরে অসুস্থ। আপনারা কি তাকে সুস্থ করতে পারবেন? তারা বললেন: হ্যাঁ, তাকে আমাদের কাছে নিয়ে আসুন। তখন তারা দুজন সেই অসুস্থ ছেলের উপর হাত বুলালেন এবং সে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। এই খবর বিদ্যুতের মতো সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল, অনেক রোগী জড়ো হলো এবং সবাই তাঁদের দ্বারা সুস্থ হয়ে গেল।

সেই শহরের রাজার নাম ছিল "আনতিখা" যে ছিল অমুসলিম। সে এই দুজন আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام-এর নেকীর দাওয়াত শুনে রাগে ফেটে পড়ল। সে দুজন বুযুর্গকে গ্রেপ্তার করে মারধর করে জেলে বন্দী করে রাখল। হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর হাওয়ারীদের (অর্থাৎ সঙ্গীদের) সরদার হযরত শাম'উন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে তাদের পেছনে আনতাকিয়ায় পাঠালেন। হযরত শাম'উন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কোনভাবে রাজার কাছে পৌঁছালেন এবং রাজাকে বললেন: যে দুজন লোককে বন্দী করা হয়েছে, তাদের কথা কি শোনা হয়েছিল যে, তারা কী বলছিল? রাজা বলল: না, যখন তারা নতুন

দ্বীনের কথা বলল, তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে রাগে ফেটে পড়লাম। তিনি বললেন: যদি রাজার অনুমতি থাকে, তবে তাদের ডাকা হোক যাতে দেখা যায় তাদের কাছে কী আছে? যখন তারা আসলেন, তখন হযরত শাম'উন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের জিজ্ঞাসা করলেন: আপনাদের কে পাঠিয়েছেন? তারা উত্তর দিলেন: সেই আল্লাহ, যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রতিটি প্রাণীকে রিযিক দিয়েছেন এবং যার কোন শরীক নেই। তিনি বললেন: তাঁর সংক্ষিপ্ত গুণ বর্ণনা করুন! তারা বললেন: "তিনি যা চান তাই করেন।" তিনি বললেন: তোমাদের কাছে কী নিদর্শন আছে? তারা উত্তর দিলেন: রাজা যদি চান। তখন রাজা এমন একজন জন্মগত অন্ধকে ডাকলেন যার মাথায় চোখই ছিল না। হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সেই দুজন আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا নিজেদের পবিত্র হাত বুলালেন, তখন তার কপালে দুটি চোখের গর্ত তৈরী হলো। তারপর তারা মাটির দুটি গোলক বানিয়ে সেই গর্তে রেখে দোয়া করলেন, তখন এই মাটির দুটি গোলক চোখ হয়ে আলোকিত হলো এবং জন্মগত অন্ধ চোখওয়ালা হয়ে গেল।

হযরত শাম'উন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: হে রাজা! তোমরা কেন সেই সত্তার ইবাদত করছো না যিনি এমন ক্ষমতা রাখেন যে অন্ধদের চোখ দান করেন। এ কথা শুনে রাজা সেই দুজন বুযুর্গকে বললেন: তোমাদের খোদা কি মৃতদের জীবিত করতে পারেন? যদি তিনি মৃতদের জীবিত করতে পারেন, তবে এমন একজন মৃতকে জীবিত করে দিন যে আমার এক কৃষকের ছেলে সাত দিন আগে মারা গেছে, তার শরীর নষ্ট হয়ে গেছে এবং দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমি তার পিতার অপেক্ষায় তাকে এখনও দাফন করিনি। রাজা সেই তিন আউলিয়ায়ে কেরামদের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ নিয়ে ছেলেটির লাশের কাছে গেলেন। তিন বুযুর্গ দোয়া করলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে সেই

মৃত ব্যক্তি জীবিত হয়ে উচ্চস্বরে বলতে লাগল: আমি অমুসলিম ছিলাম, আমাকে মৃত্যুর পর জাহান্নামের উপত্যকায় প্রবেশ করানো হয়েছিল। অতএব, আমি তোমাদের আল্লাহর আযাব থেকে সতর্ক করে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিচ্ছি এবং তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি যে, আল্লাহর পয়গম্বর হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর কালেমা পড়ে এই তিন মুবাল্লিগের কথা মেনে এই লোকদের সাথে ভালো আচরণ করো, কারণ এই তিন ব্যক্তি হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর হাওয়ারী এবং তার প্রচারক। এই দৃশ্য দেখে এবং মৃত ব্যক্তির কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল। এর মধ্যে হাবিব নাজ্জার (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ)ও ছুটে এলেন এবং তিনি রাজাকে ও শহরের সকল মানুষকে প্রচারকদের সত্যতার জন্য জোরালো বক্তৃতা দিয়ে প্রস্তুত করলেন। এমনকি রাজা এবং তার সমস্ত সভাসদ ঈমান গ্রহণ করলেন, কিন্তু কয়েকজন হতভাগ্য ঈমান আনল না, বরং তারা (مَعَاذَ الله) হাবিব নাজ্জার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শহীদ করে দিল। তখন সেই হতভাগাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব নেমে এল। (তাফসীর সাভী, ২২ পারা, ইয়াসীন, আয়াতের অধীনে: ১৩, ৫/১৭০৮-১৭১০)

কুরআন মাজিদের সবচেয়ে বিখ্যাত সূরা "ইয়াসীন শরীফ"-এ এই ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ
اِذْ جَآءَهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۱۳﴾
اِذْ اَرْسَلْنَاۤ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ
فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْۤا
اِنَّاۤ اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُوْنَ ﴿۱۴﴾

(পারা ২২, সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ১৩-১৪)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং তাদের নিকট নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করো ওই শহরবাসীদের যখন তাদের নিকট প্রেরিত পুরুষগণ এসেছিল। যখন আমি তাদের প্রতি দু'জনকে পাঠিয়েছিলাম, অতঃপর আমি তৃতীয় দ্বারা শক্তিশালী করেছি, তখন তারা সবাই বলল, 'নিশ্চয় আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।'

কয়েক আয়াত পর হযরত হাবিব নাজ্জার رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এর কথা কুরআন শরীফে এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

وَجَآءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ رَجُلٌ یَّسْعٰى قَالَ یٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِیْنَ ﴿۲۰﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا یَسْـَٔلُكُمْ اَجْرًا وَّ هُمْ مُّهْتَدُوْنَ ﴿۲۱﴾

(পারা ২২, সূরা ইয়াসীন, আয়াত: ২০, ২১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর শহরের শেষ প্রান্ত থেকে একজন পুরুষ ছুটে আসল, বললো, 'হে আমার সম্প্রদায়, প্রেরিত পুরুষগণের অনুসরণ করো! এমন লোকদের অনুসরণ করো, যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চান না এবং তাঁরা সৎপথের উপর রয়েছেন।"

প্রায় ২২৬ বছর আগের বুযুর্গ হযরত আহমদ বিন মুহাম্মদ মালেকী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তাঁর তাফসীর "হাশিয়াতুস সাভী আলাল জালালাইন" এবং অন্যান্য মুফাসসিরীনে কেরাম এই ঘটনাটি তাঁদের নিজ নিজ তাফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন:

হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর তিনজন মুবাল্লিগ, যারা তাঁর উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তাঁদের এই কারামত ছিল যে তাঁরা আল্লাহর হুকুমে এবং তাঁর দান করা শক্তি দ্বারা জন্মগত অন্ধদের চোখ, অসুস্থদের আরোগ্য এবং সুস্থতা দিতেন, এমনকি মৃতদেরও জীবিত করে দিতেন। যেখানে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ এতটা ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন, সেখানে হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام তো আরও বড় নবী, বরং সমস্ত নবীদের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত, যা পূর্ববর্তী সমস্ত উম্মতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান, তাঁদের আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও মহত্ত্ব কত উচ্চ হবে?

আমাদের প্রিয় এবং সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে যত আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام পৃথিবীতে আগমন করেছেন, তাদের উম্মতের মধ্যে যত আউলিয়ায়ে কেরাম ছিলেন, তাদের সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে তাঁর উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরামগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم।

বোঝার বিষয়

আল্লাহ পাকের দরবারে প্রতিটি মুমিন মুসলমানের বড় ইজ্জত ও শান রয়েছে। কুরআনুল কারীমে একজন সাধারণ মুমিন মুসলমান সম্পর্কে কুধারণা করা, তার উপর অপবাদ ও মিথ্যা আরোপ করা, তাকে উপহাস করা, তাকে মন্দ নামে ডাকা, তাকে কষ্ট দেওয়া এবং (مَعَاذَ الله!) তাকে হত্যা করার উপর কঠোর শাস্তির ঘোষণা করা হয়েছে। হাদিস শরীফেও একজন মুমিন মুসলমানের ইজ্জত ও সম্মানের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। যেখানে একজন সাধারণ মুসলমানের ইজ্জত ও সম্মান আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এত গুরুত্ব বহন করে, তখন একজন আলিমে দীনের সম্মান ও মর্যাদার স্তর কত গুণ বৃদ্ধি পাবে। একজন আলিমে দ্বীনের সাধারণ মুসলমানের উপর শান ও মহত্ত্বের জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট। পারা ২৩, সূরা যুমার এর ৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ﴿۹﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি বলুন, জ্ঞানীরা ও অজ্ঞ লোকেরা কি এক সমান? উপদেশ তো তারাই মান্য করে যারা বোধশক্তি সম্পন্ন।

যেহেতু আলিম ও গাইরে আলিম (তথা সাধারণ মানুষ) সমান নন, সেখানে আল্লাহর ওলীর মর্যাদা তার থেকেও উপরে, কারণ আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য আলিম হওয়া শর্ত। 'ওলী'-এর একটি অর্থ হলো বন্ধু, আর আল্লাহ পাক জাহিলকে বন্ধু বানান না। আল্লাহ পাক যখন কাউকে নিজের বন্ধু (অর্থাৎ ওলী) বানান, তখন তাকে প্রথমে স্বীয় দ্বীনের জ্ঞানের আলিমও বানান।

বা-আদব বা-নসীব তথা আদব ওয়ালা সৌভাগ্যবান

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ! আল্লাহ পাকের নেক ও মনোনীত বান্দাদের (অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ) সম্পর্কে শত শত বছর ধরে সাধারণ মুসলমানদের আচরণ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে রয়েছে। ওলী প্রেমিকরা বজুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ-এর জীবদ্দশায় তাদের দরবারে হাযির হয়ে ফয়েয লাভ করে এবং তাদের ওফাতের পর তাদের মাযার শরীফে উপস্থিত হয়ে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে এবং ইসালে সাওয়াবের জন্য অন্যান্য নেক কাজ করে বরকত লাভ করে।

আল্লাহ পাক তাঁর এই আউলিয়ায়ে কেরামকে দুনিয়াতে এবং দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরেও বড় শান ও মান-মর্যাদা দান করেন। তিনি মানুষের হৃদয়ে তাদের প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তি সৃষ্টি করেন যে, শত শত বছর পরেও আল্লাহর সৃষ্টি তাদের মাযার শরীফে উপস্থিত হয় এবং তাদের ওসিলার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করে। আর আল্লাহ পাক তাঁর এই আউলিয়ায়ে কেরামের সদকায় তাদের দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে তাঁর মনোনীত বান্দা আউলিয়ায়ে কেরামগণ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁর আযাব ও অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপদ

থাকেন। পারা ১১, সূরা ইউনুসের ৬২ ও ৬৩ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا یَتَّقُوْنَ ﴿۶۳﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "জেনে রাখো, নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না। যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।"

হযরত আল্লামা আহমদ সাভী মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন: কিয়ামতের দিনে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং সে দিন তারা চিন্তিতও হবে না, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওলীদেরকে দুনিয়াতে সেসব বিষয় থেকে রক্ষা করেছেন যা আখেরাতে ভয় ও চিন্তার কারণ হয়ে থাকে। (তাফসীর সাভী, পারা ১১, ইউনুস, আয়াতের অধীনে: ৬২, ৩/৮৮০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলী মানে কি?

"ওলী" আরবি ভাষার একটি শব্দ। এর মূল হলো "وِلاءٌ", যার অর্থ কাছাকাছি এবং সাহায্য। "وَلِيُّ الله" তিনি, যিনি ফরজ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন করেন এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্যে মশগুল থাকেন। মোটকথা, তিনি প্রতিটি কাজ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী করেন এবং তিনি আল্লাহর যিকির থেকে ক্লান্ত হন না। আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "وَلِيُّ الله হলেন তিনি, যাকে দেখলে আল্লাহ পাকের কথা মনে পড়ে যায়।" (জামিউস সগীর, পৃ: ১৬৮, হাদিস: ২৮০১)

আল্লাহ পাক সম্পর্কে সঠিক আকীদা

আল্লাহ পাকের ওলী হওয়া তাঁর দরবারে সম্মানীত (অর্থাৎ প্রিয় বা মনোনীত) হওয়া। আল্লাহ পাক যাকে তাঁর অনুগ্রহে চান, তাকে এই (অর্থাৎ বেলায়েতের) মহান নেয়ামত দান করেন। আল্লাহ পাক কিছু লোককে ওলী হিসেবেই সৃষ্টি করেন, যাকে "মাদরযাদ ওলী" (অর্থাৎ জন্মগত ওলী) বলা হয়। যেমন হযরত বিবি মরিয়ম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا মাদরযাদ ওলীয়া ছিলেন।

মনে রাখবেন! কোনো ওলী যত বড় মর্যাদারই হোন না কেন, কোনো সাহাবীর মর্যাদায় পৌঁছাতে পারেন না। আহলে সুন্নাতের এ বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে যে, কোনো ওলী কোনো নবীর (عَلَيۡهِ السَّلَام) চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন না। (আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়া, পৃষ্ঠা ৩৮০) এটি দ্বীনের জরুরি বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত।" (ইরশাদুস সারী, ১/৩৭৮, হাদীসঃ ১২২ এর অধীনে) একইভাবে কোনো ওলী, কোনো গাউস, কোনো সিদ্দীকও কোনো নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন না। যে এমন কথা বলে, সে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত কাফের ও বে-দ্বীন। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/৫৮৪)

বেলায়েত কারা পায়?

আল্লাহ পাক যাকে ওলী বানান, তা কেবল তাঁর অনুগ্রহ ও দয়াই বানান। কোনো বান্দা বড় বড় ইবাদত করে এ মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। তবে, নেক আমল আল্লাহ তায়ালার ওলী হওয়ার মাধ্যম হতে পারে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۭ وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ۝۶۹

(পারা ২১, সূরা আনকাবুত, আয়াতঃ ৬৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো, এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম, আলা হযরত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেনঃ "বেলায়েত কসবী নয় (অর্থাৎ চেষ্টা করে অর্জন করা যায় না), বরং তা কেবল আতায়ী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দানের মাধ্যমে পাওয়া যায়)। হ্যাঁ! যারা চেষ্টা ও সাধনা করে, তাদের তিনি নিজের পথ দেখিয়ে দেন।" (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৬) যেমনটি পূর্ববর্তী আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

تُو اپنی ولایت کی خیرات دے دے   میرے غوث کا واسطہ یاالٰہی

তু আপনি ওয়িলায়াত কি খয়রাত দেয় দেয়
মেরে গাউস কা ওয়াস্তা ইয়া ইলাহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলীদের কি গুনাহ হতে পারে না?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ থেকে মাসুম হওয়া (অর্থাৎ গুনাহ না হওয়া) কেবল আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাকের দয়া ও তাঁর অনুগ্রহে আউলিয়ায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِم আল্লাহর নিরাপত্তায় থাকেন, যদিও তাদের থেকে গুনাহ হতে পারে। তারা গুনাহ থেকে মাসুম নন, তবে আল্লাহ পাকের রহমতে তারা গুনাহ থেকে

নিরাপদ থাকেন। আল্লাহ পাক কুরআন কারীমের ১৫তম পারা, সূরা বনী ইসরাঈলের ৬৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

اِنَّ عِبَادِیۡ لَیۡسَ لَکَ عَلَیۡہِمۡ سُلۡطٰنٌ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় যারা আমার বান্দা তাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই।

কুরআন কারীমে আউলিয়াদের উত্তম আলোচনা

আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে পূর্ববর্তী উম্মতদের অনেক আউলিয়ায়ে কেরামের উত্তম আলোচনা করেছেন, যেমন হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام এর সময়ের বিখ্যাত আউলিয়ায়ে কেরাম যাদেরকে "আসহাবে কাহাফ" বলা হয়, বরং তাদের স্মরণেই পুরো সূরাটির নামই "কাহাফ"। কাহাফ আরবি ভাষায় "গুহা" কে বলে। গুহায় প্রায় ৩০৯ বছর ঘুমিয়ে থাকা এই আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ الله عَلَيْهِمْ এর সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মত রয়েছে, তবে সবচেয়ে শক্তিশালী মত হলো ৭ জন। ১৫ তম পারায় অবস্থিত সূরা আল-কাহাফের ৯ নম্বর আয়াত থেকে ২৬ নম্বর আয়াত পর্যন্ত আসহাবে কাহাফের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআন কারীমে যেসব পূর্ববর্তী উম্মতদের আউলিয়ায়ে কেরামের কথা এসেছে, এখন আমরা তাদের একে একে আলোচনা করব যাতে আপনারা জানতে পারেন যে আউলিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করা কোনো নতুন কথা নয়, বরং এটি কুরআনে কারীম দ্বারা প্রমাণিত এবং আল্লাহ পাক তাঁর এই পবিত্র কিতাবে স্থানে স্থানে এই নেক সত্তাদের আলোচনা করেছেন, বরং তাদের পুরো ঘটনাগুলো বর্ণনা করেছেন এবং তাদের স্মরণে পুরো সূরাগুলোর নামকরণ করেছেন। হযরত সুফিয়ান ইবনে

উয়ায়না رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আল্লাহর নেক বান্দাদের আলোচনা করার সময় রহমত নাযিল হয়। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ৭/৩৩৫, ক্রমিক: ১০৭৫০)

আসুন! আল্লাহ পাকের রহমতের অংশীদার হওয়ার জন্য এই আউলিয়ায়ে কেরামের আলোচনা করি।

৩০৯ বছর পর্যন্ত আরাম করা ওলীগণ

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনুল কারীমের ১৫তম পারা, সূরা কাহাফের ৯ নং আয়াতে আসহাবে কাহাফের বর্ণনা এভাবে দিয়েছেন:

اَمْ حَسِبْتَ اَنَّ اَصْحٰبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ۙ كَانُوْا مِنْ اٰيٰتِنَا عَجَبًا ۝۹

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আপনি কি অবগত হয়েছেন যে, পাহাড়ের গুহা এবং অরণ্যের পাশে অবস্থানকারীরা আমার এক বিস্ময়কর নিদর্শন ছিল?

প্রায় আড়াইশ বছর আগের মুফাসসিরে কুরআন হযরত শায়খ সুলাইমান জামাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর তাফসীরে জামালে লিখেছেন: আসহাবে কাহাফের নাম অত্যন্ত বরকতময় এবং আকাবিরে বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁদের উপকারিতা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁদের মুবারক নাম লিখে দরজায় লাগিয়ে দিলে ঘর আগুনে পুড়ে না, মালের উপর রাখলে চুরি হয় না, নৌকা বা জাহাজ তাদের বরকতে ডুবে না, পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তি তাদের বরকতে ফিরে আসে, কোথাও আগুন লাগলে এই নাম মুবারক কাপড়ে জড়িয়ে দিলে তা নিভে যায়, শিশুর কান্না, পালা জ্বর, মাথাব্যথা, উম্মুস সিবয়ান (এক বিশেষ ধরনের মস্তিষ্কের ঝাঁকুনি ও খিঁচুনি), শুষ্ক ও আর্দ্রতার সফরে, জান ও মালের হেফাযতে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা এবং বন্দীদের মুক্তির জন্য এই নাম মুবারকগুলো লিখে তা'বীয হিসেবে বাহুতে বেঁধে দিবেন। (তাফসীরে জামাল, ১৫তম পারা, আল-কাহাফ, ২২ নং আয়াতের অধীনে, ৪/৪০৯)

এই আউলিয়াদের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ -এর সম্পূর্ণ ঘটনা কানযুল ইরফান ও তাফসীরে সিরাতুল জিনান থেকে পড়ুন, اِنۡ شَآءَ الله, আউলিয়াদের প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা দ্বারা ঈমান সতেজ হয়ে যাবে। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

উম্মতে মুহাম্মদীর ওলীদের শান

যেখানে হযরত ঈসা রুহুল্লাহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর সময়ের আউলিয়ায়ে কেরামের এই শান ছিল সুতরাং আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের আউলিয়ায়ে কেরামের শান ও মহত্ত্ব কত উচ্চ হবে। যদি কোনো ওলী প্রেমিক হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর বরকতময় নাম থেকে বরকত হাসিল করতে গিয়ে তাদের স্মরণ করে অথবা সেই নামগুলোর তাবিয বানায়, তাহলে কেন তার বরকতসমূহ লাভ হবে না, কেন তার কঠিন কাজগুলো সহজ হবে না?

সারা বিশ্ব শাসনকারী ওলী আল্লাহ

সূরা কাহাফে আল্লাহ পাকের আরও একজন ওলীর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাঁর পবিত্র নাম 'ইসকান্দার' এবং উপাধি 'যুলকারনাইন' رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه। তিনি হযরত খিযির عَلَيۡهِ السَّلَام এর খালাতো ভাই। পৃথিবীতে চারজন মহান রাজা ছিলেন, তাদের মধ্যে দুজন মুমিন ছিলেন: একজন হলেন হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام আর অপরজন হলেন হযরত যুলকারনাইন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه, এবং দুজন কাফের ছিলেন: নমরুদ এবং বাখতে নসর। পঞ্চম মহান রাজা হবেন হযরত ইমাম মাহদি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه, তার শাসন সমস্ত

পৃথিবীর উপর বিস্তৃত হবে। মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ (ইসকান্দার যুলকারনাইন সম্পর্কে) বলেছেন যে, তিনি নবীও ছিলেন না, ফেরেশতাও ছিলেন না, বরং আল্লাহ পাককে ভালোবাসতেন এমন বান্দা ছিলেন। আল্লাহ পাক তাকে তাঁর বন্ধু বানিয়েছিলেন। (তাফসীরে সিরাতুল জিনান, ১৬ পারা, আল-কাহাফ, ৮৩ নং আয়াতের অধীনে, ৬/২৯)

পারা ১৬, সূরা কাহাফের ৮৩ ও ৮৪ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَ یَسۡـَٔلُوۡنَکَ عَنۡ ذِی الۡقَرۡنَیۡنِ ؕ قُلۡ سَاَتۡلُوۡا عَلَیۡکُمۡ مِّنۡہُ ذِکۡرًا ﴿ؕ۸۳﴾ اِنَّا مَکَّنَّا لَہٗ فِی الۡاَرۡضِ وَ اٰتَیۡنٰہُ مِنۡ کُلِّ شَیۡءٍ سَبَبًا ﴿ۙ۸۴﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আপনাকে ‘যুল কারনাঈন’ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছে। আপনি বলুন, ‘আমি তোমাদের নিকট তার বর্ণনা পড়ে শুনাচ্ছি। নিশ্চয় আমি তাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়েছি এবং প্রত্যেক বস্তুর একটা উপায়-উপকরণ দান করেছি।

তাফসীরে খাযিনে বর্ণিত আছে: নিশ্চয়ই আমরা হযরত যুলকারনাইন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡه কে পৃথিবীতে ক্ষমতা দিয়েছিলাম এবং তাকে সব ধরনের উপকরণ অথবা তা অর্জনের পদ্ধতি দান করেছিলাম। এবং যে জিনিসের মানুষের প্রয়োজন হয় এবং যা কিছু বাদশাহদের রাজ্য ও শহর জয় করতে এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে দরকার হয়, সে সবই তাকে দান করা হয়েছিল। (তাফসীরে খাযিন, ১৬তম পারা, আল-কাহাফ, ৮৪ নং আয়াতের অধীনে, ৩/২২৩)

কুরআনুল কারীমে তার পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণের বর্ণনা রয়েছে। সূরা কাহাফের ৮৩ থেকে ৯৯ আয়াত পর্যন্ত পড়ুন এবং ঈমান তাজা করুন।

যে আল্লাহ পাক হযরত যুলকারনাইন رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡه কে বাহ্যিক দুনিয়ার বাদশাহী দান করতে পারেন, তিনিই তাঁর অনুগ্রহে উম্মতে মুহাম্মদী

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আউলিয়াদের মানুষের অন্তরেও শাসন ক্ষমতা দান করতে পারেন। দেখুন! আজ পাক-ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এমন অনেক মাযার শরীফ দেখা যাবে যেখানে আল্লাহর সৃষ্টিরা উৎসুক হয়ে আসে এবং আল্লাহর রহমতে তাদের মনের বাসনা পূরণ হয়। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

বিলকিসের সিংহাসন আনয়নকারী "ওলীউল্লাহ"

আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام-এর উজীরের নাম হযরত আসিফ ইবনে বারখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه। ১৯তম পারার সূরা নামলের ৪০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

قَالَ الَّذِیْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যার নিকট কিতাবের জ্ঞান ছিল, 'আমি সেটা হুযুরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বে।

অনেক তাফসীরের কিতাবে লেখা আছে যে, যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল, তার দ্বারা হযরত আসিফ ইবনে বারখিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه-কে বোঝানো হয়েছে। (তাফসীরে কুরতুবি, ১৯তম পারা, নামল, আয়াত: ৪০ এর অধীনে, ৭/১৫৬)

যখন হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام-এর সময়ের একজন ওলী হাজার হাজার মাইল দূর থেকে সিংহাসন আনতে পারতেন, তাহলে হযরত মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উম্মতের ওলী, হযরত দাতা আলী হাযভেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অমুসলিমকে ইসলামের শক্তি দেখাতে এবং ওলীউল্লাহর মর্যাদা বোঝাতে এক নিমিষে ব্রিটেন থেকে তার কাপে গরম চা কেন আনতে

পারবেন না? নিশ্চিত পারবেন। আল্লাহ পাক তাঁর ওলীদেরকে এমন অসংখ্য ক্ষমতা দান করেছেন। আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত লুকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হযরত লুকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যাকে সাধারণ মানুষ হযরত লুকমান হাকিম নামে চেনে, তিনিও আল্লাহ পাকের নেককার বান্দা এবং ওলী আল্লাহ ছিলেন। তিনি হাকিম (অর্থাৎ ডাক্তার) ছিলেন না, বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথা বলতেন, তাই তাঁকে "হাকিম" বলা শুরু হয়ে যায়। কুরআনুল কারীমে তাঁর পবিত্র নামে একটি সূরা রয়েছে। যেমন, ২১তম পারার সূরা লুকমানের ১২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর নিশ্চয় আমি লুকমানকে হিকমত দান করেছি যে, 'আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

হযরত লুকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হযরত আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام-এর ভাগ্নে ছিলেন। তিনি এক হাজার বছর হায়াত পেয়েছিলেন। হযরত দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام-এর আগে তিনি "বনী ইসরাইলের" মুফতি ছিলেন। যখন হযরত দাঊদ عَلَيْهِ السَّلَام নবুয়তের দায়িত্বে আসীন হলেন, তখন তিনি ফতোওয়া দেওয়া ছেড়ে দিলেন। তিনি চার হাজার নবীর عَلَيْهِمُ السَّلَام এর খেদমতে উপস্থিত হয়েছিলেন। (আজাইবুল কুরআন, ৩৫৮ পৃ:)

প্রায় তিনশ বছর আগের বুযুর্গ হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেছেন: হযরত লুকমান হাকিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ -এর কবর

"রামলাতে" অবস্থিত এবং এই স্থানে সত্তর জন নবীও عَلَيۡهِمُ السَّلَام সমাহিত আছেন। তাঁর কবরের উপর একটি উঁচু চিহ্ন রয়েছে এবং দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ এই কবর যিয়ারত করতে আসতেন।

(তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২১তম পারা, লোকমান: আয়াত ১২ এর অধীনে, ৭/৭৭)

হে আশিকানে আউলিয়া! হযরত লুকমান হাকিম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ -এর মাযার শরীফ হাজার হাজার বছর আগে তৈরী হয়েছিল, শত শত বছর ধরে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে সেই মাযার শরীফ যিয়ারত করে আসছেন। এর থেকে জানা যায় যে, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام -এর মাযার যিয়ারতের জন্য ভ্রমণ করাতে কোনো বাধা নেই। যদি মাওলানা রুমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বা উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর সেই বুযুর্গানে দ্বীন, যাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ কথার উদাহরণ শত শত বছর ধরে বর্ণনা করা হচ্ছে, তাদের মাযার শরীফ যিয়ারত করতে কেউ যান, তাহলে কেন তাকে খারাপ বলা হবে? আল্লাহ পাক তাঁদের উপর রহমত বর্ষণ করুক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত তালূত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ

কুরআনুল কারীমের সবচেয়ে বড় সূরা “সূরাতুল বাকারা”-তে একজন ওয়ালীউল্লাহ, হযরত তালূত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ -এর সুপ্রসঙ্গ রয়েছে। মূলতঃ বনী ইসরাইলের শাসন ব্যবস্থা এমন ছিল যে, সর্বদা তাদের মধ্যে একজন বাদশা থাকতেন যিনি দেশীয় ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন এবং একজন নবী থাকতেন যিনি শরীয়তের নিয়মাবলী ও ধর্মীয় বিষয়ে নির্দেশনা দিতেন। আল্লাহ পাকের নবী হযরত শামুউয়িল عَلَيۡهِ السَّلَام -এর যুগে কোনো

বাদশা ছিলেন না। তাই বনী ইসরাইল তাঁর কাছে আবেদন করল যে, আপনি আমাদের জন্য কাউকে বাদশাহ বানিয়ে দিন। তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হযরত তালূত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ-কে বাদশা বানালেন, যিনি বনী ইসরাইলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং সবচেয়ে বড় জ্ঞানী ছিলেন।

২য় পারার সূরাতুল বাকারার ২৪৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে:

وَقَالَ لَهُمۡ نَبِيُّهُمۡ اِنَّ اللّٰهَ قَدۡ بَعَثَ لَكُمۡ طَالُوۡتَ مَلِكًا ؕ قَالُوۡۤا اَنّٰى يَكُوۡنُ لَهُ الۡمُلۡكُ عَلَيۡنَا وَنَحۡنُ اَحَقُّ بِالۡمُلۡكِ مِنۡهُ وَلَمۡ يُؤۡتَ سَعَةً مِّنَ الۡمَالِ ؕ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصۡطَفٰىهُ عَلَيۡكُمۡ وَزَادَهٗ بَسۡطَةً فِى الۡعِلۡمِ وَالۡجِسۡمِ ؕ وَاللّٰهُ يُؤۡتِىۡ مُلۡكَهٗ مَنۡ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۲۴۷﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তাদেরকে তাদের নবী বললেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তালূতকে তোমাদের বাদশাহ নিয়োজিত করে প্রেরণ করেছেন।' (তারা) বলল, 'আমাদের উপর তার বাদশাহী কিভাবে হবে এবং আমরা তার অপেক্ষা সালতানাতের জন্য অধিক উপযোগী এবং তাকে আর্থিক প্রাচুর্যও প্রদান করা হয়নি।' তিনি (নবী) বললেন, 'তাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য নির্বাচিত করেছেন এবং তাঁকে জ্ঞান ও শরীরের দিক দিয়ে অধিক প্রাচুর্য প্রদান করেছেন এবং আল্লাহ আপন রাজ্য যাকে চান, প্রদান করেন, এবং আল্লাহ প্রাচুর্যময়, জ্ঞাতা।'

হযরত তালূত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ, হযরত দাঊদ عَلَيۡهِ السَّلَام-এর শ্বশুর ছিলেন, যেমনটি দ্বিতীয় পারার ওই আয়াতগুলোতে রয়েছে। যখন হযরত দাঊদ عَلَيۡهِ السَّلَام জালূত (অমুসলিম)-কে পরাজিত করলেন, তখন হযরত তালূত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সাথে নিজের মেয়ের বিবাহ দিলেন এবং নিজের অর্ধেক সালতানাতের তাঁকে সুলতান বানালেন।

(তাফসীরে জাম্মাল, ২য় পারা, আল-বাকারা, আয়াত ২৫১ এর অধীনে, ১/৩০৮)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে আউলিয়া! আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। যখন তাঁর ইচ্ছায় বনী ইসরাইলের একজন নেক ব্যক্তিকে পুরো দেশের বাদশাহী দান করা যেতে পারে, তাহলে তিনি তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর উম্মতের কোনো মকবুল ও নেক বান্দা, হযরত সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অথবা হযরত নুরুদ্দিন জাঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا -কে দুনিয়াবী শাসনের সাথে সাথে কাফেরদের উপর এমন প্রভাব ও প্রতিপত্তির সম্পদ দান করবেন না কেন যে, কাফেররা তাদের নাম শুনেও থরথর করে কাঁপবে? এতে আশ্চর্যের কী আছে?

হযরত ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام-এর নানা এবং হযরত বিবি মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর শ্রদ্ধেয় পিতা হলেন হযরত ইমরান। তাঁর শ্রদ্ধেয় স্ত্রীর নাম হযরত হান্নাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا, যিনি হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর শ্রদ্ধেয় মা। এটি ছিল নেককারদের একটি পরিবার এবং এই সকল হযরতগণ আল্লাহ পাকের মকবুল বান্দা ছিলেন। কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় বৃহত্তম সূরার নাম হযরত ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর পবিত্র নামানুসারে “আ’লে ইমরান” রাখা হয়েছে।

এক সময় হযরত হান্নাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا-এর কোনো সন্তান হয়নি, এমনকি বৃদ্ধ বয়সেও হতাশা দেখা দেয়। একদিন তিনি একটি গাছের ছায়ায় একটি চড়ুইপাখি দেখলেন, যা তার বাচ্চাকে দানা খাওয়াচ্ছিল। এটি দেখে তাঁর মনে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এবং তিনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করেন যে, হে আমার রব! যদি তুমি আমাকে সন্তান দাও,

তাহলে আমি তাকে "বাইতুল মুকাদ্দাস"-এর খাদেম বানাবো। অতঃপর যখন তিনি গর্ভবতী হলেন এবং এই মান্নত করলেন, তখন তাঁর স্বামী হযরত ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আপনি এটা কী করলেন? যদি মেয়ে হয়, তাহলে সে বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমত করার যোগ্য হবে না, কারণ বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য ছেলেদেরকে দেওয়া হতো। ওলীয়ে কামিলের মুখ থেকে বের হওয়া কথা পূর্ণ হলো এবং সত্যিই হযরত হান্নাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর ঘরে হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا জন্মগ্রহণ করলেন, কিন্তু হযরত ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর জন্মের আগেই ইন্তেকাল করলেন।

(তাফসীরে খাজেন, ৩য় পারা, আলে ইমরান, আয়াত ৩৫ এর অধীনে, ১/২৪৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجاهِ خَاتَمِ النَّبِيّن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

কুরআনুল কারীমে এই দুই বুযুর্গ ব্যক্তির আলোচনা কিছুটা এভাবে রয়েছে:

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿۳۵﴾

(৩য় পারা, সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: যখন ইমরানের স্ত্রী আরয করলো, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি তোমার জন্য মান্নত করেছি যা আমার গর্ভাশয়ে রয়েছে যে, একান্ত তোমারই সেবায় থাকবে। সুতরাং তুমি আমার নিকট থেকে কবুল করে নাও। নিঃসন্দেহে তুমিই শ্রোতা, জ্ঞাতা।

যখন হযরত ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ-এর নেক সীরাতের স্ত্রী হযরত হান্নাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا নেক কাজের জন্য মান্নত করলেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া

কবুল করলেন, সুতরাং আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয় ও শেষ নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উম্মতের একজন বড় ওয়ালীউল্লাহ হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায মঈনুদ্দিন হাসান চিশতী আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَیْهِ-এর মাযার শরীফে কোনো মুসলমান নেক ও জায়িয আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য মান্নত করলে আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবী صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতীর দোয়া তাঁর মকবুল বান্দা ও ওলীর উসিলায় কেন কবুল করবেন না?

হযরত জুলায়খা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا

হযরত জুলায়খা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا হযরত ইউসুফ عَلَیْهِ السَّلَام-এর প্রতি ঈমান আনার পর তাঁর স্ত্রী হিসেবে এসেছিলেন। সে সময় তিনি বৃদ্ধা হয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ عَلَیْهِ السَّلَام-এর দোয়ার বরকতে তাঁর যৌবন ফিরিয়ে দেন। (আল-মুস্তাতরাফ, ১/১৯৪) তিনি দিনরাত ইবাদত করতেন এবং এর বাইরে তাঁর আর কোনো কাজ ছিল না। হযরত ইউসুফ عَلَیْهِ السَّلَام যখন তাঁর মনোযোগ নিজের প্রতি পেলেন না, তখন বললেন: জুলায়খা! তুমি তো আমার ভালোবাসায় উন্মাদিনী ছিলে! তিনি জবাব দিলেন: এটা সে সময়ের কথা যখন আমি আপনার ভালোবাসার প্রকৃতি সম্পর্কে জানতাম না, এখন আমি আপনার ভালোবাসার বাস্তবতা বুঝতে পেরেছি। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩২ পৃ:) আল্লাহ পাক হযরত ইউসুফ عَلَیْهِ السَّلَام-কে হযরত জুলায়খার গর্ভে দুটি পুত্র সন্তান দান করেন। একজনের নাম ইফরাসিম এবং অন্যজনের নাম মীশা ছিল।

(তাফসীরে সিরাতে জিনান, ১৩তম পারা, ইউসুফ, আয়াত ৫৬ এর অধীনে, ৫/১৯)

১২তম পারার সূরা ইউসুফের ৫১ নম্বর আয়াতে হযরত জুলায়খা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا-এর আলোচনা এভাবে করা হয়েছে:

قَالَتِ امْرَاَتُ الْعَزِيْزِ الْـٰٔنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ ۫ اَنَا رَاوَدْتُّهٗ عَنْ نَّفْسِهٖ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۵۱﴾

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আযীযের স্ত্রী বলল, 'এখনই আসল কথা প্রকাশ হলো। আমিই তাঁর মনকে প্রলোভিত করতে চেয়েছিলাম এবং তিনি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী।'

স্মরণ রাখবেন! এই আয়াতে হযরত জুলায়খা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا-এর তাওবার ঘোষণা আল্লাহ পাক নিজেই করেছেন। অতএব, এখন হযরত জুলায়খাকে মন্দ শব্দে স্মরণ করা হারাম। কারণ তিনি হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام-এর সম্মানীতা স্ত্রী ছিলেন।

(তাফসীরে সিরাতে জিনান, ১২তম পারা, ইউসুফ, আয়াত ৫১ এর অধীনে, ৪/৫৭৫)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের উসিলায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হে আশিকানে আউলিয়া! যেহেতু আল্লাহ পাক হযরত জুলায়খা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ-কে তাওবার পর এত মহান মর্যাদা দান করতে পারেন, তাহলে হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ السَّلَام-এর সর্দার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم-এর উম্মতের মধ্য থেকে তাওবাকারীদেরকে কেন বেলায়েতের মুকুট দ্বারা সম্মানিত করবেন না?

হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام-এর যুগের হাজারো আউলিয়ায়ে কেরাম

আল্লাহ পাকের নির্দেশে হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام যখন ফেরাউনকে ঈমান আনার দাওয়াত দিলেন, তখন সেই হতভাগা, যে নিজেকে খোদা দাবি করত, কোনো নিদর্শন চাইল। হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام তাঁর লাঠি

মুবারক দেখালেন, যা একটি বিশাল অজগরে পরিণত হয়ে ফেরাউনকে গিলতে উদ্যত হলো। তখন ফেরাউন ক্ষমা চাইতে লাগল। এরপর ফেরাউন বলতে লাগল যে,!مَعَاذَ الله এটা জাদু। যদি আপনি আমার জাদুকরদের পরাজিত করতে পারেন, তাহলে আমি ঈমান আনব। অতঃপর হযরত মূসা عَلَیْهِ السَّلَام ফেরাউনের নির্ধারিত সময়ে একটি ময়দানে উপস্থিত হলেন, যেখানে হাজারো জাদুকর তাদের ক্ষমতা দেখাচ্ছিল এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের দেখার জন্য জড়ো হয়েছিল।

জাদুকররা তাদের লাঠি ও দড়ি ছুড়ে দিল, আর মুহূর্তের মধ্যেই জাদুর শক্তিতে সেগুলো সাপে পরিণত হয়ে পুরো ময়দানে দৌড়াতে লাগল। কিন্তু যখন হযরত মূসা عَلَیْهِ السَّلَام আল্লাহর নির্দেশে তাঁর পবিত্র লাঠিটি মাটিতে রাখলেন, তখন সেটি একটি বিশাল অজগরে পরিণত হয়ে জাদুকরদের সমস্ত সাপকে খেয়ে ফেলল। যখন হযরত মূসা عَلَیْهِ السَّلَام সেটিকে নিজের পবিত্র হাতে নিলেন, তখন তা পূর্বের মতো লাঠি হয়ে গেল। এটা দেখে জাদুকররা নিশ্চিত হলো যে, এটা মু'জিযা, যার সাথে জাদুর প্রতিযোগিতা হতে পারে না। এই মু'জিযা দেখে সমস্ত জাদুকর পরাজয় মেনে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং উচ্চস্বরে বলল: আমরা সবাই হযরত হারুন ও হযরত মূসা عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام -এর রবের উপর ঈমান আনলাম। হতভাগা ফেরাউন তাওবা করার পরিবর্তে সেই সকল ঈমানদারদেরকে, যারা এক মুহূর্তে মুমিন হয়েছিল এবং পরের মুহূর্তে নবীর দৃষ্টির বরকতে বেলায়েতের মাকামে পৌঁছেছিল, অত্যন্ত নির্মমভাবে শহীদ করে দিল।

আল্লাহ তায়ালা তাদের ঘটনা কুরআনুল কারীমে ১৬তম পারার সূরা ত্ব-হা-তে এভাবে এরশাদ করেন:

قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ اَلْقُوْا ۚ
فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾ فَاَوْجَسَ فِیْ نَفْسِهٖ
خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى ﴿٦٨﴾ وَ اَلْقِ مَا فِیْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ
مَا صَنَعُوْا ؕ اِنَّمَا صَنَعُوْا كَيْدُ سٰحِرٍ ؕ وَ لَا يُفْلِحُ السّٰحِرُ حَيْثُ اَتٰى ﴿٦٩﴾
فَاُلْقِیَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوْۤا اٰمَنَّا بِرَبِّ هٰرُوْنَ وَ مُوْسٰى ﴿٧٠﴾ قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ
اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ ؕ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمُ الَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ
وَ اَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّ لَاُصَلِّبَنَّكُمْ فِیْ جُذُوْعِ النَّخْلِ ۫ وَ لَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَاۤ اَشَدُّ
عَذَابًا وَّ اَبْقٰى ﴿٧١﴾ قَالُوْا لَنْ نُّؤْثِرَكَ عَلٰى مَا جَآءَنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَ الَّذِیْ فَطَرَنَا
فَاقْضِ مَاۤ اَنْتَ قَاضٍ ؕ اِنَّمَا تَقْضِیْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٧٢﴾ اِنَّاۤ اٰمَنَّا بِرَبِّنَا
لِيَغْفِرَ لَنَا خَطٰيٰنَا وَ مَاۤ اَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ؕ وَ اللّٰهُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى ﴿٧٣﴾

(সূরা ত্বহা–৬৫-৭৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ বললো, হে মূসা! হয়তো আপনি নিক্ষেপ করুন, অথবা আমরা প্রথমে নিক্ষেপ করবো মূসা বললো, ‘বরং তোমরা নিক্ষেপ করো’। যখনই তাদের দড়িগুলো ও লাঠিগুলো তাদের যাদুর জোরে তাঁর ধারনায় ছুটাছুটি করছে বলে মনে হলো, তখন মূসা তাঁর অন্তরে ভয় অনুভব করল। আমি বললাম, ‘ভয় করো না, নিশ্চয় তুমিই জয়ী। এবং নিক্ষেপ করো যা তোমার ডান হাতে রয়েছে এবং তাদের কৃত্তিম বস্তুগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা কিছু তৈরী করে এনেছে তা তো যাদুর প্রতারণা। যাদুকরের মঙ্গল হয় না যেখানেই আসুক।’ অতঃপর সমস্ত যাদুকরকে সিজদাবনত করানো হলো, তারা বলল, ‘আমরা’ তাঁরই উপর ঈমান আনলাম, যিনি হারূন ও মূসার প্রতিপালক। ফিরআউন বলল,

'তোমরা তার উপর ঈমান এনেছো এর পূর্বেই যে, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দিই? নিশ্চয় সে তোমাদের প্রধান, যে তোমাদের সবাইকে যাদু শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং আমি শপথ করছি, অবশ্যই আমি তোমাদের এক পার্শ্বের হাত ও অপর পার্শ্বের পা কর্তন করবই এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কান্ডের উপর শূলবিদ্ধ করবই এবং নিশ্চয় তোমরা জেনে যাবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী। তারা বলল, 'আমরা কখনো তোমাকে প্রাধান্য দিব না এসব স্পষ্ট প্রমাণাদির উপর, যেগুলো আমাদের নিকট এসেছে, আমাদের সৃষ্টিকর্তার নামে আমাদের শপথ! সুতরাং তুমি করো যা তোমার করার আছে। তুমি এ পার্থিব জীবনেই তো করবে! নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান এনেছি, যাতে তিনি আমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেন এবং ঐ যাদু যা করার জন্য তুমি আমাদেরকে বাধ্য করেছো। আর আল্লাহ সর্বোত্তম এবং চিরঞ্জীব।

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا বলেন: সেই দিন (যেদিন হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام এবং যাদুকরদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়েছিল) আশুরা (অর্থাৎ দশই মুহররম) ছিল।

(তাফসীরে খাজেন, ১৬তম পারা, ত্ব-হা, আয়াত ৫৯ এর অধীনে, ৩/২৫৭)

হযরত মূসা عَلَیۡهِ السَّلَام-এর মু'জিযা দেখে যাদুকররা এত দ্রুত সিজদায় গেল যে, মনে হচ্ছিল যেন তাদের ধরে সিজদায় ফেলে দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত আছে যে, এই সিজদাতে তাদের জান্নাত ও জাহান্নাম দেখানো হয়েছিল এবং তারা জান্নাতে নিজেদের স্থান দেখতে পেয়েছিল।

(তাফসীরে মাদারিক, ১৬তম পারা, ত্ব-হা, আয়াত ৭০ এর অধীনে, ৬৯৬ পৃ:)

সূক্ষ্ম বিষয়

মুফাসসিরীনে কেরামগণ বলেন: যাদুকররা আদবের কারণে প্রতিযোগিতায় প্রথমে শুরু করার বিষয়টি হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام-এর পবিত্র মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছিল এবং এর বরকতে অবশেষে আল্লাহ পাক তাদেরকে ঈমানের দৌলত দ্বারা সম্মানিত করেছিলেন। (তাফসীরে খাজাইনুল ইরফান, ১৬তম পারা, ত্ব-হা, আয়াত ৬৫ এর অধীনে, ৫৯০ পৃ:) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত বিবি আসিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا

হযরত বিবি আসিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا ফেরাউনের স্ত্রী ছিলেন। তিনি নবী-রাসূলদের عَلَيْهِمُ السَّلَام বংশধর ছিলেন। তিনি গরীব ও মিসকীনদের প্রতি দয়া ও করুণা করতেন। (তাফসীরে বাগাবী, ২০তম পারা, আল-কাসাস, আয়াত ৯ এর অধীনে, ৩/৩৭৫) যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর বিরুদ্ধে যাদুকররা এল এবং অবশেষে সিজদায় পড়ে ঈমান আনল, তখন তিনি তাঁর প্রাসাদের ছাদ থেকে এই পুরো দৃশ্য দেখছিলেন। তাঁর হৃদয়ে ঈমানের নূর ঝলমল করে উঠল এবং তিনিও ঈমান আনলেন। যখন ফেরাউনের কাছে এই খবর পৌঁছাল, তখন সেই হতভাগা তাঁর উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের এমন ঝড় বইয়ে দিল যে, আত্মা কেঁপে ওঠে। প্রথমে সেই হতভাগা তাঁকে কষ্ট না দিয়ে ঈমান থেকে ফিরানোর চেষ্টা করল, কিন্তু তিনি অটল রইলেন। যখন ফেরাউন এতে ব্যর্থ হলো, তখন সে مَعَاذَالله তাঁর পবিত্র হাত-পায়ে পেরেক লাগিয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে রোদে শুইয়ে দিল এবং বুকের উপর যাঁতার পাথর রেখে দিল (যাতে নড়াচড়া করতে না পারেন)। কিন্তু তিনি বললেন: (হে আল্লাহর

শত্রু, যালেম লোক!) তুমি আমার দেহের উপর ক্ষমতা রাখতে পারো, কিন্তু আমার হৃদয় আমার রবের আশ্রয়স্থলে আছে। যদি তুমি আমার প্রতিটি অঙ্গ কেটে ফেলো, তবুও আমার ইশক বাড়তেই থাকবে। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام যখন এই দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি তাঁর কাছে আরয করলেন: আমার রব আমার উপর সন্তুষ্ট আছেন নাকি অসন্তুষ্ট? হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: হে আসিয়া! আকাশের ফেরেশতারা তোমার অপেক্ষায় আছে এবং আল্লাহ তোমার কৃতকর্মের উপর গর্ব করেন। ফরিয়াদ করো! তোমার প্রতিটি প্রয়োজন পূর্ণ হবে। তিনি দোয়া করলেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, পৃষ্ঠা ৩৫ সংক্ষিপ্ত আকারে) যার আলোচনা কুরআনুল কারীমে কিছুটা এভাবে আছে:

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِىْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ وَنَجِّنِىْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِىْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۱﴾

(পারা: ২৮, সূরা: তাহরীম, আয়াত: ১১)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর আল্লাহ মুসলমানদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন ফিরআউনের বিবি, যখন সে আরয করল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার জন্য তোমার নিকট জান্নাতে ঘর তৈরী করো এবং আমাকে ফিরআউন ও তার কর্ম থেকে মুক্তি দাও এবং আমাকে যালিম লোকদের থেকে মুক্তি দান করো।

ফেরাউন তাঁকে শহীদ করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং তার কর্মচারীদেরকে বলে যে, একটি বড় পাথর নিয়ে আসো! পাথর দেখেও যদি সে তার কথায় অটল থাকে, তবে পাথরটি তার উপর ফেলে দাও এবং যদি ফিরে আসে, তবে সে আমার স্ত্রী। পাথর আনা হলো, তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, সেখানে জান্নাতে তার (সাদা মুক্তার) ঘর দেখা যাচ্ছে, এতে তার সাহস আরও বেড়ে যায়। এই অবস্থাতেই তার রূহ বেরিয়ে গেল।

এরপর তার উপর পাথর ফেলা হয় এবং তা এমন দেহের উপর পড়ে যার মধ্যে রূহ থাকে না।

(তাফসীরে বাগাবী, ২৮তম পারা, আত-তাহরীম, আয়াত ১১ এর অধীনে, ৪/৪৩২, সংক্ষিপ্ত আকারে)

হযরত বিবি আসিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর জন্য মহা সুসংবাদ

হযরত আসিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর একটি বড় মর্যাদা হল, তিনি জান্নাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم -এর স্ত্রী হবেন। যেমন বর্ণিত আছে যে, যখন হযরত খাদীজা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কাছে এসে বললেন: তুমি কি জানো না যে, আল্লাহ পাক জান্নাতে আমার বিবাহ তোমার সাথে, মরিয়ম বিনতে ইমরান, হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর বোন কুলসুম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا (কিছু কিছু ওলামায়ে কেরাম তাঁর নাম মরিয়মও উল্লেখ করেছেন। (তাফসির সাওয়ি, পৃ: ২০, আল-কাসাস, আয়াত: ১১, পৃ: ১৫২১) এবং ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়াহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا-এর সাথে করিয়েছেন? (মু'জামুল কাবীর, ২২/৪৫১, হাদিস: ১১০০) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর মহিয়সী মাতা হযরত বিবি মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا

হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর জন্মগ্রহণের পূর্বেই তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইন্তেকাল করেছিলেন। তাই তাঁর নাম তাঁর শ্রদ্ধেয় মাতা রেখেছিলেন, যেমন কুরআনুল কারীমে আছে:

وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ

(পারা: ৩, সূরা: আ'লে ইমরান, আয়াত: ৩৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: "আর আমি তার নাম মারয়াম রাখলাম।"

www.dawateislami.net

তিনি হযরত সুলাইমান বিন দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام -এর বংশধর ছিলেন। কুরআনুল কারীমে তাঁর কারামতও বর্ণিত হয়েছে (যা পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে পুস্তিকায় আসবে)। যে ব্যক্তি হযরত মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর উপর (مَعَاذَ الله) ব্যভিচারের অপবাদ দেয়, সেই ব্যক্তি নিশ্চিত সুস্পষ্ট কাফির ও মুরতাদ। কারণ এমন বিশ্বাস রাখা সুস্পষ্ট কুরআনী আয়াতের পরিপন্থী।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ﴿۱۲﴾

(পারা: ২৮, সূরা: আত-তাহরীম, আয়াত: ১২)

অনুবাদ: আর ইমরানের কন্যা মারয়াম, যে আপন সতীত্বকে রক্ষা করেছিলো। তখন আমি তার মধ্যে আমার নিকট থেকে 'রূহ' ফুৎকার করেছি এবং সে আপন প্রতিপালকের বাণীসমূহ এবং কিতাবসমূহে সত্যায়ন করল এবং অনুগতদের অন্তর্ভুক্ত হলো।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর শ্রদ্ধেয় মাতা ও বোন

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর শ্রদ্ধেয় মাতা একজন অত্যন্ত নেককার মহিলা ছিলেন। তাঁর পবিত্র নাম ছিল "ইউহানয" এবং শ্রদ্ধেয় পিতার নাম ছিল ইমরান। (আজাইবুল কুরআন মা'আ গারাইবুল কুরআন, পৃ: ১৭৬)

ফেরাউন একবার স্বপ্নে দেখল যে, "বাইতুল মুকাদ্দাস" থেকে একটি আগুন বেরিয়েছে, যা পুরো মিসরকে ঘিরে ফেলেছে এবং সমস্ত কিবতী (কিব-তী-য়ো)দেরকে পুড়িয়ে দিয়েছে, কিন্তু বনী ইসরাইলের কোনো ক্ষতি হয়নি। এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে ফেরাউন চিন্তিত হয়ে পড়ল। সে জ্যোতিষীদের কাছ থেকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানতে চাইল, তখন তারা বলল যে, "বনী ইসরাইলে একটি ছেলে জন্মগ্রহণ করবে, যে তোমার রাজত্বের

অবসানের কারণ হবে।” এটা শুনে ফেরাউন নির্দেশ দিল যে, বনী ইসরাইলে যে কোনো ছেলে জন্মগ্রহণ করবে তাকে হত্যা করা হবে। এভাবে ফেরাউনের নির্দেশে ১২ হাজার বা ৭০ হাজার ছেলে হত্যা করা হয়েছিল। (তাফসীরে খাজেন, ১ম পারা, আল-বাকারা, আয়াত ৪৯ এর অধীনে, ১/৫২)

যখন হযরত মূসা কালিমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করলেন, তখন তাঁর দুই চোখের মাঝখান থেকে নূরের ঝলকানি বের হচ্ছিল। (তাফসীরে বাগাবী, ২০তম পারা, আল-কাসাস, আয়াত ৭, ৩/৩৭৩) তিনি (অর্থাৎ হযরত মূসার মাতা) কয়েকদিন হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام -কে দুধ পান করালেন। এই সময়ে হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কাঁদতেন না, না তাঁর কোলে কোনো নড়াচড়া করতেন এবং তাঁর বোন ছাড়া আর কারো কাছে তাঁর জন্মের খবর ছিল না। যখন ফেরাউনের ব্যাপারে তিনি (হযরত মূসার মাতা) আশঙ্কিত হলেন, তখন হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام -কে একটি বাক্সে রেখে, যা বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল, রাতের বেলা নীল নদে ভাসিয়ে দিলেন। (তাফসীরে খাজেন, ২০তম পারা, আল-কাসাস, আয়াত ৭, ৩/৪২৩; তাফসীরে মাদারিক, ২০তম পারা, আল-কাসাস, আয়াত ৭, পৃষ্ঠা ৮৬১; তাফসীরে জালালইন, ২০তম পারা, আল-কাসাস, আয়াত ৭, পৃ: ৩২৬, সংগৃহীত)

আল্লাহ পাকের এই নেককার ওয়ালীয়া নারীর আলোচনা কুরআনুল কারীমে কিছুটা এভাবে আছে:

وَ اَوۡحَیۡنَاۤ اِلٰۤی اُمِّ مُوۡسٰۤی اَنۡ اَرۡضِعِیۡهِ ۚ فَاِذَا خِفۡتِ عَلَیۡهِ فَاَلۡقِیۡهِ فِی الۡیَمِّ
وَ لَا تَخَافِیۡ وَ لَا تَحۡزَنِیۡ ۚ اِنَّا رَآدُّوۡهُ اِلَیۡکِ وَ جَاعِلُوۡهُ مِنَ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ﴿۷﴾

(পারা: ২০, সূরা: কাসাস, আয়াত: ৭)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর আমি মূসার মাকে গোপনে প্রেরণা দিয়েছি যে, ‘তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তার সম্পর্কে তোমার আশংকা হয়, তবে তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ করো আর ভয় করো না এবং

না দুঃখ করো। নিশ্চয় আমি তাকে তোমার নিকট ফিরিয়ে আনবো এবং তাকে রাসূল করবো।’

সূরা ক্বসাসে এই আয়াতগুলোর পর হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام -এর বোন “হযরত মরিয়ম رَحْمَۃُ اللهِ عَلَیْہَا” -এর আলোচনাও কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান আছে।

وَ قَالَتْ لِاُخْتِهٖ قُصِّیْهِ٘ فَبَصُرَتْ بِهٖ عَنْ جُنُبٍ وَّ هُمْ لَا یَشْعُرُوْنَ ﴿۱۱﴾ وَ حَرَّمْنَا عَلَیْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰۤى اَهْلِ بَیْتٍ یَّكْفُلُوْنَهٗ لَكُمْ وَ هُمْ لَهٗ نٰصِحُوْنَ ﴿۱۲﴾ فَرَدَدْنٰهُ اِلٰۤى اُمِّهٖ كَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَ لَا تَحْزَنَ وَ لِتَعْلَمَ اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّ لٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾

(পারা: ২০, সূরা ক্বসাস, আয়াত: ১১, ১২, ১৩)

কানযুল ঈমানের অনুবাদঃ আর তার মা তার বোনকে বলল, ‘এবং তার পেছনে পেছনে চলে যা!’ অতঃপর সে তাকে দূর থেকে দেখছিল এবং ওদের জানা ছিল না। এবং আমি পূর্ব থেকেই সমস্ত ধাত্রীকে তার জন্য হারাম করে দিয়েছিলাম। সুতরাং সে বললো, ‘ আমি তোমাদেরকে কি এমন পরিবারের সন্ধান দেবো, যারা তোমাদের এ শিশুর লালন-পালন করবে এবং তারা তার মঙ্গলকামী। অতঃপর আমি তাকে তার মায়ের নিকট ফিরিয়ে দিলাম, যাতে মায়ের চক্ষু জুড়ায় এবং দুঃখ না করে আর জেনে নেয় যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।

হে আশিকানে আউলিয়া! কুরআনুল কারীমে বিগত উম্মতদের প্রায় ২০ জন ওলী আল্লাহ এবং হযরত মূসা عَلَیْہِ السَّلَام-এর প্রতি ঈমান এনে তাঁর বরকতপূর্ণ দৃষ্টিতে বেলায়তের মুকুট পরিহিত হাজার হাজার ওলী

আল্লাহদের আলোচনা হয়েছে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর ওলীদের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা দান করুক এবং তাঁদের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শনের তৌফিক দান করুক। বিশ্ব মুসলিমরা শুরু থেকেই বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰه عَلَيْهِمْ -এর কাছ থেকে ফয়েয গ্রহণ করে আসছেন, তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের কাছে উপস্থিত হতেন এবং তাঁদের ইন্তেকালের পর তাঁদের মাযার থেকে বরকত লাভ করতেন। আমাদেরও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللّٰه عَلَيْهِمْ -এর প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা রাখা উচিত। مَعَاذَ اللّٰه ثُمَّ مَعَاذَاللّٰه ! ওলীদের رَحِمَهُمُ اللّٰه عَلَيْهِمْ সম্পর্কে মনে কোনো মন্দ ধারণা বা খারাপ চিন্তা থেকে দূরে থাকুন। যদি খোদা না করুক কোনো শয়তানী কুমন্ত্রণা আসে, তাহলে অবিলম্বে আহলে সুন্নাতের ওলামায়ে কেরাম বা দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের কাছে উপস্থিত হয়ে আপনার কুমন্ত্রণার চিকিৎসা করিয়ে নিন। ওলীদের প্রতি বদ আকিদা ধীরে ধীরে নেককার ও বুযুর্গদের প্রতি বিয়াদবির দিকে নিয়ে যায়, যা একজন মুসলমানের দ্বীনের জন্য বিষাক্ত। ওলীদের সম্পর্কে মুখ খারাপকারীদের ছায়া থেকেও বেঁচে থাকুন, অন্যথায় তাদের উপর বর্ষিত অশুভতা দ্বারা আপনিও কলুষিত হতে পারেন। আল্লাহ পাক যাদের মর্যাদা বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাক যাদের পদমর্যাদা সাধারণ মানুষের উপর বৃদ্ধি করেছেন, আমরা তাদের সমালোচনা করে কেবল নিজেদেরই কলঙ্কিত করতে পারি, এই বুযুর্গানে দ্বীনের কোনো ক্ষতি করতে পারি না। এরা আল্লাহ পাকের বড় নেককার ব্যক্তিত্ব, যাদের উপর সর্বদা আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয়। আমাদেরও উচিত তাঁদের কাছ থেকে ইলম ও ফয়েয (জ্ঞান ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ) গ্রহণ করা। হযরত মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ-এর কবিতার আলোকে মাওলানা আবদুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেছেন:

ওলীদের সাধারণ মানুষের মতো মনে করা উচিত নয়, বরং এই বিশ্বাস রেখে ওলীদের সম্মান ও তা'যিম করা উচিত, এই লোকদের উপর আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ রয়েছে এবং এই লোকেরা অগণিত রূহানী ক্ষমতার বাদশাহ, বরং শাহেনশাহ। এই লোকেরা আল্লাহ পাকের নির্দেশে বড় বড় বিপদ ও মুসিবত দূর করতে পারেন এবং তাদের কবরসমূহেরও আদব রক্ষা করা আবশ্যক, কারণ ওলীদের কবরসমূহের উপর আল্লাহ পাকের ফয়েয ও বরকতের বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকে। আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে তাদের কবর যিয়ারত করে, সে অবশ্যই সেই বুযুর্গদের ফয়েয ও বরকত দ্বারা উপকৃত হয়ে থাকে।

(আজাইবুল কুরআন মা'আ গারাইবুল কুরআন, পৃঃ ১৯২)

সূচীপত্র

প্রথমে এটি পড়ুন ১
আত্তারের দোয়া!.. ৩
উচ্চ মর্যাদা লাভের মাধ্যম (দরুদ শরীফের ফযীলত) ৩
প্রাচীন তিন ওলী ৩
বোঝার বিষয়.. ৮
বা-আদব বা-নসীব তথা আদব ওয়ালা সৌভাগ্যবান ৯
ওলী মানে কি? ১০
আল্লাহ পাক সম্পর্কে সঠিক আকীদা.. ১১
বেলায়েত কারা পায়? ১১
ওলীদের কি গুনাহ হতে পারে না?..১২
কুরআন কারীমে আউলিয়াদের উত্তম আলোচনা ১৩
৩০৯ বছর পর্যন্ত আরাম করা ওলীগণ ১৪
উম্মতে মুহাম্মদীর ওলীদের শান ১৫
সারা বিশ্ব শাসনকারী ওলী আল্লাহ...১৫
বিলকিসের সিংহাসন আনয়নকারী “ওলীউল্লাহ” ১৭
হযরত লুকমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ১৮
হযরত তালূত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ..১৯
হযরত ইমরান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২১
হযরত জুলায়খা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا.. ২৩
হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام-এর যুগের হাজারো আউলিয়ায়ে কেরাম ২৪
সূক্ষ্ম বিষয়... ২৮
হযরত বিবি আসিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا.. ২৮
হযরত বিবি আসিয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا -এর জন্য মহা সুসংবাদ ৩০
হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর মহিয়সী মাতা হযরত বিবি মরিয়ম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا ৩০
হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام -এর শ্রদ্ধেয় মাতা ও বোন...৩১

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাত্তাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net